দৈনিক বাংলা 30
তারিখ ... 24 AUG 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী

বিপুলসংখ্যক ছাত্র এখনও বিদ্যালয়ের বাইরে

সারাদেশে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী চালু করা হলেও বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী এখনও বিদ্যালয়ের বাইরে রয়েছে। এছাড়া শিক্ষকের অভাব, স্কুলগৃহে স্থানাভাব প্রভৃতি কারণে লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে।

নিজস্ব সংবাদদাতা গাইবান্ধা থেক জানান ঃ চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকে সারাদেশে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী চালু করা হলেও গাইবান্ধা জেলায় এবারও ৬১ হাজার শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি।

জেলায় ৬ থেকে ১০ বছর বয়সের শিশু রয়েছে মোট ৩ লাখ ৩৯ হাজার ৯শ' ৭৩ জন। এর মধ্যে বালক ১ লাখ ৮১ হাজার ৬শ' ৫ জন এবং বালিকা ১ লাখ ৫৮ হাজার ৩শ' ৬৮ জন। জেলায় মোট ভর্তি শিশুর সংখ্যা ২ লাখ ৭৮ হাজার ৯শ' ৬৬ জন। এরমধ্যে ১ লাখ ৫২ হাজার ৩শ' ৯৮ জন বালক এবং ১ লাখ ২৬ হাজার ৫শ' ৬৮ জন বালিকা। ভর্তির এই হার শতকরা ৮২ দশমিক ৫ ভাগ। পক্ষান্তরে সারাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু ভর্তির হার শতকরা ৯০ ভাগ।

শিশু ভর্তির এই হার জেলায় আশাব্যঞ্জক না হওয়ার ব্যাপারে শিক্ষা দফতরের একজন কর্মকর্তার অভিমত দারিদ্র্য ও সচেতনতার অভাব এর জন্য বহুলাংশে দায়ী।

জেলায় মোট ৭শ' ৩৮টি সরকারী ও ২শ' ৪৫টি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এরমধ্যে জেলার ৭টি থানার ৭টি ইউনিয়নের ৭৯টি বিদ্যালয়ে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী চালু করা হয়েছে। এসব বিদ্যালয়ে মোট ভর্তি ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২৪ হাজার ৭শ' ৫৪ জন। এরমধ্যে ৮ হাজার ৯শ' ৩৩ জন শিক্ষার বিনিময় খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় নেয়া হয়েছে। গত ৬ মাসে এসব ছাত্রের মধ্যে গম বিতরণ করা হয়েছে ১ হাজার ৩শ' ৭ দশমিক ৪শ' ৩৫ মেট্রিক টন।

এই কর্মসূচীর আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতির হার উৎসাহব্যঞ্জক হলেও, অন্যান্য বিদ্যালয়ে শতকরা ৫০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রীই এখন স্কুলে আসে না। এ চিত্র গাইবান্ধা শহর এলাকার বিদ্যালয়গুলোর। মফস্বল এলাকার এই হার আরও কম। গাইবান্ধা সদর থানার বালাআটা, বেড়াডাঙ্গা, মালীবাড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই সংবাদদাতা গত ২০ জুলাই পরিদর্শনে গিয়ে শতকরা ৪০ থেকে ৪৫ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যালয়ে উপস্থিত পেয়েছে।

নীলফামারী

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ নীলফামারী থেকে জানান ঃ যে কোন মুহূর্তে স্কুলঘর ভেঙ্গে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এই আশংকায় ডিমলা থানার রামডাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় চলছে বটতলায়। ডিমলা থানার রামডাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ঘরটি অনেক পুরাতন। টিন চুয়ে পানি পড়ে। ৪শ' ৪ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য একটিও বসার আসন নেই। স্কুলঘরের খুঁটিগুলো নড়বড়ে হয়ে পড়েছে। মৃদু বাতাসে ঘরটি দোলে। যে কোন মুহূর্তে স্কুলঘর ভেঙ্গে পড়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এই আশংকায় দীর্ঘদিন ধরে বটতলায় স্কুল চলছে। স্কুলে নেই টিউবওয়েল, নেই শৌচাগার। খেলাধূলার কোন সরঞ্জাম নেই। অভিযোগ রয়েছে। স্কুলে ৬ জন শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন। এদের অনেকে পালা করে স্কুলে আসেন।

নিজস্ব সংবাদদাতা আরও জানান ঃ শিক্ষক ধর্মঘটের কারণে নীলফামারী রাবেয়া বালিকা বিদ্যানিকেন গত ১৫ দিন ধরে বন্ধ রয়েছে। ফলে, ৭শ' ছাত্রের লেখাপড়া অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। রাবেয়া বিদ্যানিকেতনের প্রধান শিক্ষক মোঃ জহিরউদ্দীন আহমদের বয়স গত ৩১ জুলাই ৬০ বছর পূর্ণ হওয়ায় তাকে অবসর দেয়া হয়। এদিকে বিদ্যানিকেতনের ১১ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা সিনিয়র শিক্ষিকা সাঈয়েদা বেগমকে সাময়িকভাবে বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসককে অনুরোধ করে। অপরদিকে, প্রধান শিক্ষক জহিরউদ্দীন আহমদ চাকরির মেয়াদ শেষ হওয়ায় অপর একজন সিনিয়র শিক্ষিকা শামসুন নাহারকে দায়িত্ব দিয়ে ছুটি নেন। এতে শিক্ষক-শিক্ষিকার মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং ধর্মঘটের ডাক দেয়। ফলে, ১৫ দিন ধরে উক্ত বিদ্যানিকেতনবন্ধ।

মাদারীপুর

নিজস্ব সংবাদদাতা মাদারীপুর থেকে জানান ঃ মাদারীপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাসহ ৭টি পদ শূন্য থাকায় বিভাগীয় কাজে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে, শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্টদের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

জানা যায়, বর্তমানে শিবচর ও মাদারীপুর থানা শিক্ষা কর্মকর্তার ২টি পদ শূন্য। মাদারীপুর থানার সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তার ১টি পদ, জেলা শিক্ষা অফিসের মনিটরিং অফিসারের ১টি পদও দীর্ঘদিন যাবৎ শূন্য রয়েছে। এছাড়া কালকিনি, মাদারীপুর ও শিবচর থানা শিক্ষা অফিসের অফিস সহকারী ৩টি পদ বেশ কিছুদিন যাবত শূন্য রয়েছে।

নীলফামারী ঃ ডিমলা থানার রামডাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা দীর্ঘদিন ধরে বটতলায় ক্লাস করছে। জরাজীর্ণ বিদ্যালয় গৃহটি যে কোন সময়ে ভেঙে পড়তে পারে আশঙ্কায় বাইরে ক্লাস বসে। --দৈনিক বাংলা